সংবাদ

30 MAY 2017

একাদশে ভর্তি : ১৩ লাখ আবেদন

ভর্তিচ্ছুদের প্রধান আকর্ষণ সরকারি ও বিশেষ বিশেষ কলেজ

সবচেয়ে বেশি আবেদন পড়েছে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে

রাকিব উদ্দিন

কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশি পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোনটি? কোন ধরনের কলেজে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেশি- সরকারি কলেজ, সরকারের বিশেষ ব্যবস্থায় পরিচালিত মডেল কলেজ নাকি প্রাইভেট কলেজ? এবার কলেজ ভর্তিচ্ছু প্রায় সোয়া ১৩ লাখ শিক্ষার্থীর আবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, প্রাইভেট কলেজের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কম। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেশি সরকারি কলেজ, সরকারের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কলেজ ও জেলা সদরের মডেল কলেজ। দেশের অলিগলিতে গড়ে উঠা কলেজের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ নেই। সারাদেশের দেড় শতাধিক কলেজে আবেদন পড়েছে একটি, দুটি ও সর্বোচ্চ ১০টি করে।

অনলাইন ও এসএমএসে কলেজে ভর্তির আবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, রাজধানীর রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ হচ্ছে সারাদেশে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থীর পছন্দের প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে এক হাজার ৬৩৮টি আসনের জন্য আবেদন করেছে

আকর্ষণ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

আকর্ষণ : সরকারি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৪২ হাজার ৬৪৫ জন শিক্ষার্থী।

এছাড়া ঢাকা সিটি কলেজে তিন হাজার ৪৫০টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছে ৩৯ হাজার ৩১৬ জন, সরকারি বাংলা কলেজে এক হাজার ৭০০ আসনের বিপরীতে ৩৯ হাজার ৫২ জন, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে দুই হাজার ২০০ আসনের বিপরীতে ৩৬ হাজার ৭৭৭ জন, কবি নজরুল সরকারি কলেজে এক হাজার ৬০০ আসনের বিপরীতে ৩৫ হাজার ৫৭১ জন, সরকারি আনন্দ মোহন কলেজে ৯০০টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছে ৩৪ হাজার ৮৯৮ জন, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজে এক হাজার ২৫টি আসনের বিপরীতে ২৬ হাজার ৪৬২ জন, ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে এক হাজার আসনের বিপরীতে ২৫ হাজার ৬৪৪ জন, বিএএফ শাহীন কলেজে (কুর্মিটোলা) ৮০০ আসনের বিপরীতে ২৫ হাজার ৫৪৪ জন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজে এক হাজার ৬৫০টি আসনের বিপরীতে ২৫ হাজার ৪২ জন ভর্তির জন্য আবেদন করেছে।

অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে কুমিল্লা বোর্ডে সবচেয়ে বেশি আবেদন করেছে ফেনী সরকারি কলেজে সর্বোচ্চ ১৩ হাজার ৫৬৫ জন, রাজশাহী বোর্ডের রাজশাহী কলেজে ৩৮ হাজার ৯১ জন, চট্টগ্রাম বোর্ডের চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজে ৩৭ হাজার জন, বরিশাল বোর্ডের সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজে ১৬ হাজার ৩৭৯ জন, সিলেট বোর্ডের সিলেট সরকারি কলেজে ১৫ হাজার ২৭৪ জন, দিনাজপুর বোর্ডে রংপুর সরকারি কলেজে ২২ হাজার ৬৪১ জন, মাদ্রাসা বোর্ডে দারুন্নাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসায় দুই হাজার ৬৪৭ জন এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আবদুল জলিল টেকনিক্যাল কলেজে সর্বোচ্চ এক হাজার ৭১৪ জন।

এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা সমন্বয় সাব কমিটির সভাপতি প্রফেসর মাহবুবুর রহমান বলেন, 'সবাই হয়তো তার পছন্দের কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। তবে কেউই ভর্তিবঞ্চিত হবে না।'

ভর্তির ক্ষেত্রে কোন আসন সমস্যা নেই জানিয়ে তিনি আরও বলেন, 'তবে ভালো মানের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম। এ কারণে ভালো ফলধারীদের ভর্তির জন্য বেশি প্রতিযোগিতা ব[illegible] হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতা হবে আরও বেশি। কারণ যারা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, তারা সাধারণত ল্যাবরেটরি ও ভালো-দক্ষ শিক্ষক আছেন এমন প্রতিষ্ঠানে এইচএসসি পড়তে চায়। তাই এসএসসি পাসের পর মফস্বলের অনেকেই ঢাকাসহ শহরমুখী হয়।' এ ব্যাপারে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবীর সংবাদকে বলেন, 'সারাদেশে এখনই ভালো প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। এ বিষয়ে অবশ্য সরকার চেষ্টা করছে। সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার মান বাড়ানোর প্রতিযোগিতা তৈরির জন্য প্রণোদনা দিচ্ছে। তবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের দিকে নজর দেয়া দরকার। প্রযুক্তিগত সুবিধা বাড়ানো দরকার, অবকাঠামোও তৈরি করে দেয়া জরুরি।'

যে সব কলেজে কেউ আবেদন করেনি : ছয়টি কলেজে ভর্তির জন্য কোন শিক্ষার্থী আবেদন করেনি। কলেজ ছয়টি হলো- মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নবাবগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা, মুন্সির তালুক গার্লস আলিম মাদ্রাসা ও মাহমুদপুর রসুলপুর হামিদিয়া আলিম মাদ্রাসা, কুমিল্লা বোর্ডের কাছিয়ারা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের খন্দকার আবু সাঈদ আদর্শ সায়েন্স কলেজ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আদিবাবাদ ইসলামিয়া হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

এছাড়াও সারাদেশের ১৫৪টি কলেজ ও আলিম মাদ্রাসায় ভর্তির জন্য ন্যূনতম একজন থেকে সর্বোচ্চ ১০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯৭টি কারিগরি কলেজ ও ৩৯টি মাদ্রাসা রয়েছে। এসব কলেজের বেশির ভাগই নামসর্বস্ব ও শিক্ষা ব্যবসায়ীরা পরিচালনা করছেন বলে আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

পুনঃনিরীক্ষণের ফল আজ প্রকাশ : যেসব শিক্ষার্থী পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদন করেছে তাদের ফল আজ প্রকাশ হবে। ফল পরিবর্তন হলে তারা আজ ও আগামীকাল ভর্তির আবেদন করতে পারবে। তবে শিক্ষার্থীদের মেধা ও পছন্দক্রমের ভিত্তিতে একটি মাত্র কলেজ নির্বাচন করে দেবে শিক্ষা বোর্ডগুলো।

৫ জুন প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ করা হবে। ৬ থেকে ৮ জুন পর্যন্ত এসএমএসের মাধ্যমে ১৮৫ টাকা ফি'র বিনিময়ে কলেজ নিশ্চয়ন করতে হবে। এরপর মাইগ্রেশনের আবেদন এবং নতুন আবেদন করা যাবে ৯ থেকে ১০ জুন।

১৩ জুন দ্বিতীয় পর্যায়ের ফল দেয়া হবে। তাদের ১৪ ও ১৫ জুন কলেজ নিশ্চয়ন করতে হবে। এরপর আবার মাইগ্রেশন ও নতুন আবেদন করা যাবে ১৬ ও ১৭ জুন। তৃতীয় পর্যায়ে ফল প্রকাশ করা হবে ১৮ জুন।

এদিকে আসন্ন ঈদের ঠিক আগ মুহূর্তে ভর্তির তারিখ নির্ধারন করায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে অসন্তোষ বাড়ছে। তারা দ্রুত তারিখ ঈদের পর নির্ধারনের দাবি জানিয়েছেন।

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ৯ হাজার ৮৩টি কলেজে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। এসব কলেজে একাদশ শ্রেণীতে আসন রয়েছে প্রায় ২১ লাখ। তবে ঢাকার নটরডেম কলেজ, হলিক্রস কলেজ ও সেন্ট জোসেফ স্কুল এ্যান্ড কলেজ শিক্ষার্থী ভর্তি নেয়া হচ্ছে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

এবার মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৭২২ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে, যাদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে এক লাখ চার হাজার ৭৬১ জন। এসব শিক্ষার্থী ছাড়াও ২০১৫ ও ২০১৬ সালে মাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থীরা একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে।